ঢাকার অতিবৃদ্ধিতে জিডিপির ক্ষতি ৬-১০%

বিআইডিএসের সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের শহুরে জনসংখ্যার ৩২ শতাংশের বসবাস রাজধানী ঢাকায়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সিংহভাগও ঢাকাকেন্দ্রিক। তাই দেশে উৎপাদিত বিদ্যুতের ৪৬ শতাংশ ঢাকায় ব্যবহৃত হয়। ঢাকা নগরের যে আয়তন ও জনসংখ্যা, তা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের চেয়ে অন্তত ৫০ শতাংশ বেশি। এই পরিস্থিতি উন্নয়নসহায়ক নয়। এতে দেশের জিডিপির ৬-১০ শতাংশ পর্যন্ত ক্ষতি হচ্ছে। তাই নীতিপ্রণেতাদের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া উচিত।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর গুলশানের হোটেল লেকশোরে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) আয়োজিত তিন দিনব্যাপী বার্ষিক সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের এক অধিবেশনে এসব কথা বলেন গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) পরিচালক আহমাদ আহসান।

আহমাদ আহসান তাঁর প্রবন্ধে বলেন, ঢাকায় দেশের শহুরে জনসংখ্যার ৩১ দশমিক ৯ শতাংশের বসবাস। সেখানে চীনের বড় শহরগুলোতে এ হার ৩ দশমিক ১ শতাংশ। ভারতে ৬ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়ায় ৭ দশমিক ৪।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি দারিদ্র্য দূরীকরণে খুব বেশি কাজে আসে না বলে মত দেন যুক্তরাষ্ট্রের

> **ঢাকা নগরের অতিবৃদ্ধি ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগের জন্য সুবিধাজনক হলেও সামাজিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করছে।**
>
> বিনায়ক সেন, মহাপরিচালক, বিআইডিএস

জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক মার্টিন রাভালিয়ন। গতকাল সকালের অধিবেশনে তিনি বলেন, উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, সামাজিক খাতের ব্যয় থেকে হতদরিদ্ররা যতটা উপকৃত হয়, তার চেয়ে বেশি উপকৃত সর্বজনীন মৌলিক আয় প্রকল্প থেকে।

রাতের আলোয় উন্নয়ন দেখা

রাতের বেলা বিভিন্ন দেশের উপগ্রহচিত্র দিয়ে উন্নয়নের চরিত্র বোঝা যায় বলে মত দেন আহমাদ আহসান। তিনি দেখান, উত্তর ভিয়েতনামের মানচিত্রজুড়ে আলোর রেখা ছড়িয়ে আছে। ইন্দোনেশিয়ারও বড় একটি অংশজুড়ে আলোর রেখা ছড়িয়ে আছে। রাতের বেলা আলো থাকার অর্থ হলো, সেই নির্দিষ্ট স্থানে অর্থনৈতিক কার্যক্রম চলছে। পক্ষান্তরে রাতের বেলা বাংলাদেশের উপগ্রহচিত্রে দেখা যায়, আলোর রেখার ঘনত্ব ঢাকা নগরেই বেশি। চট্টগ্রামে কিছুটা আছে। অথচ বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের বিহার প্রদেশে আলোর রেখা অনেক বিস্তৃত। পশ্চিমবঙ্গেও তাই। তিনি জানান, বিহারের অর্থনীতি বাংলাদেশের চেয়ে ছোট হলেও তা অনেকটাই বিকেন্দ্রীকৃত।

এসব কারণে ঢাকার জনসংখ্যা সীমা ছাড়িয়েছে। যে যানজট হচ্ছে, তাতে জিডিপির প্রায় আড়াই শতাংশ ক্ষতি হচ্ছে।

শুধু অভিবাসনে দারিদ্র্য ঘুচবে না

দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের ৩০ শতাংশের বেশি আসছে ঢাকা নগর থেকে। গ্রামের মানুষ ঢাকায় এসে আয়রোজগার করে দারিদ্র্যসীমার ওপরে মাথা তোলার প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কিন্তু বিআইডিএসের মহাপরিচালক বিনায়ক সেন মনে করেন, আঞ্চলিক সমতা আনার ক্ষেত্রে অভিবাসনই একমাত্র মাধ্যম নয়। ঢাকা নগরের এই অতিবৃদ্ধি ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগের জন্য সুবিধাজনক হলেও সামাজিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করছে। ঢাকার সঙ্গে অন্যান্য শহরের যে ব্যবধান তৈরি হয়েছে, তাতে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণে প্রভাব পড়ছে। সে জন্য বিকেন্দ্রীকরণের দিকে যেতে হবে।

» ঋণখেলাপিদের মাফ করা হয়েছে পৃষ্ঠা ৮

বিআইডিএসের বার্ষিক উন্নয়ন সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে গতকাল একটি অধিবেশনে বক্তব্য দেন ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক এ কে এনামুল হক (বাঁ থেকে তৃতীয়)। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন (সর্ব ডানে)। ছবি : প্রথম আলো

ঋণখেলাপিদের মাফ করা হয়েছে

বিআইডিএসের সম্মেলনে মন্তব্য

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বলেছেন, নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে ঋণখেলাপি প্রথাকে সোশ্যাল টেররিজম বা সামাজিক সন্ত্রাস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ওই সব ঋণখেলাপির বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল। কিন্তু ২০০৯, ২০১৪ ও ২০১৭ সালে ওই সব ঋণখেলাপিকে মাফ করে দেওয়া হয়। যাঁরা ওই সব ঋণখেলাপিকে মাফ করেছিলেন, তাঁরা দেশের প্রথিতযশা প্রবীণ অর্থনীতিবিদদের স্নেহের পাত্র।

গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) তিন দিনব্যাপী উন্নয়নবিষয়ক বার্ষিক সম্মেলনের একটি অধিবেশনে সভাপতির বক্তব্যে মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন এ কথা বলেন। ১৯৯৮ সালের নভেম্বর থেকে ২০০১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত তিনি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন।

মানবসম্পদ ও সরকারি নীতির ওপর আয়োজিত এই অধিবেশনে তিনটি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। এর মধ্যে অনলাইনে ক্লাস নেওয়া নিয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিআইডিএসের গবেষক নাজমুল হক। তিনি বলেন, অনলাইনে ক্লাস হলে যানজট এড়ানো ও খরচ বাঁচানো যায়। আবার অসুবিধা হলো, এতে শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলায় আনা কঠিন। এতে শিক্ষার্থীদের গ্রেড কমে যায়। আবার ভিডিও ক্যামেরা অন থাকলে শিক্ষার্থীরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। দক্ষ মানবসম্পদ গঠনে সঠিক নীতি প্রয়োজন।

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়ার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, 'প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আলাদাভাবে সৃজনশীল প্রশ্ন করেছি। চাইলেও শিক্ষার্থীরা প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারবে না।'

করোনার কারণে বৈশ্বিক পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহপ্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে করেন ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক আবির খন্দকার। তাঁর মতে, করোনার সময়ে এ দেশের তৈরি পোশাকসহ রপ্তানি খাত বেশি ভুগেছে। রপ্তানি খাতে ক্রয়াদেশ কমেছে।

বিআইডিএসের আরেক গবেষক মোহাম্মদ মাইনুল হক তাঁর প্রবন্ধে বলেন, বন্যাপ্রবণ এলাকার শিক্ষার্থীরা অন্য অঞ্চলের তুলনায় পিছিয়ে থাকে, যা দক্ষ মানবসম্পদ গঠনের ক্ষেত্রে বাধা।

অর্থনীতিতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ওপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের অধ্যাপক নায়লা কবির। তিনি মনে করেন, বাংলাদেশে নারীর অর্থনৈতিক সক্ষমতাকে অস্বীকার করা হয়। পুরুষেরা নারীদের নিজেদের অধস্তন করে রাখে।

রাজধানীর একটি হোটেলে বিআইডিএসের এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজ শুক্রবার সম্মেলন শেষ হবে।

এদিকে পুষ্টি বিষয়ে অনুষ্ঠিত দিনের আরেক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর (মে ২০০৯—মার্চ ২০১৬) আতিউর রহমান। তিনি বলেন, গত এক দশকে বাংলাদেশের অভাবনীয় অগ্রগতি হয়েছে। করোনার মধ্যেও এশিয়ার উদীয়মান অর্থনীতিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রবৃদ্ধি অর্জন করা দেশগুলোর একটি বাংলাদেশ। দেশে মাথাপিছু আয় দ্রুত বাড়ছে। বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচকে গত ৯ বছরে বাংলাদেশের অগ্রগতি ২৫ শতাংশ। এই সূচকে ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ।